চুয়াডাঙ্গায় বিসিক শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা

চুয়াডাঙ্গায় বিসিক শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ বুধবার বিকাল তিনটার সময় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গার সার্বিক সহযোগিতায় বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শারমিন আক্তার। সভায় বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা, প্রক্রিয়া এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সভার মূল লক্ষ্য ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিসিক চুয়াডাঙ্গার উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান।

এছাড়াও সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ বিসিক শিল্পনগরীর ভূমি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত সুবিধা, অর্থায়নের সুযোগ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং জেলা পর্যায়ে শিল্পোন্নয়নে বিসিকের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার পৃথক দুটি ধর্ষণ মামলায় নাজমুল হক ও আব্দুল খালেক নামের দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে তাদের এক লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডিতরা হলেন– জীবননগর উপজেলার মিনাজপুর বানপুর গ্রামের আব্দুল খালেক (৫৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী গ্রামের নাজমুল হক (৩৩)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৮ জুন মিনাজপুর বানপুর গ্রামের ৬ বছর বয়সী এক শিশু মেয়েকে ধর্ষণ করেন আব্দুল খালেক। ওই ঘটনায় শিশুর বাবা বাদী হয়ে ৯ জুন জীবননগর থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। জীবননগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেন তদন্ত শেষে ওই বছর ৩০ জুলাই আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি আব্দুল খালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

অপরদিকে, ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গার বাড়াদী গ্রামের মীরপাড়ার এক বাড়িতে ঢুকে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেন আসামি নাজমুল হক। এতে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণের মামলা করেন। পরে ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খসরু আলম তদন্ত শেষে আসামি নাজমুলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি নাজমুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শাহজাহান মুকুল জানান, পৃথক দুটি রায়ে ভুক্তভোগীর পরিবার সন্তুষ্ট। ধর্ষণের ঘটনায় দুটি রায়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজের অপরাধ প্রবণতা এই রায়ের পর কমবে বলে রাষ্ট্রপক্ষ মনে করে।

দামুড়হুদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টার দিকে “প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ, একাডেমি মাধ্যমিক স্কুলের সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, পরিবেশ সুস্থ না থাকলে আমরা কেউ সুস্থ থাকতে পারব না। বর্তমানে প্লাস্টিক দূষণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের চারপাশের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ক্ষুদ্র বা মাইক্রো প্লাস্টিক কণাগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ক্যানসার, স্ট্রোক, কিডনি ড্যামেজসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করছে।

তারা আরও বলেন, প্লাস্টিক বর্জ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে এবং তা রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ইটভাটা বন্ধ না করলে একদিকে উর্বর ফসলি জমি নষ্ট

হচ্ছে, অন্যদিকে ইটভাটার ধোঁয়ায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই নিয়ম মেনে ইটভাটা পরিচালনা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়।

তারা ইলেকট্রনিক বর্জ্যও নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তা রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের উপযোগী করে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানান।

দর্শনায় সুন্দরবন এক্সপ্রেসকে আড়াই ঘন্টা আটকে রেখে যাত্রা বিরতীর দাবীতে মানববন্ধন

ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলাচলকারী যাত্রী বাহী সুন্দরবন ট্রেন দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে আপে এবং চিত্রা ডাউনে স্টোপেজ এর দাবীতে প্রায় আড়াই ঘন্টা ঘন্টা রেলপথ অবরোধ করে আন্দলোন করেন ছাত্রজনতা ও ব্যাবসায়ীরা।

আজ ২৪ জুন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে দর্শনা হল্ট ষ্টশনে সুন্দরবন ট্রেনটি পৌঁছালে দর্শনার সকল পর্যায়ের মানুষ ও ছাত্র-জনতা ট্রেনটি আড়াই ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। এরপর সেনা বাহীনির ক্যাপ্টেন সৌমিক হাসান এক সপ্তাহের সময় নিয়ে দাবী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেয়।

প্রায় আড়াই ঘন্টা অবরোধের পর সুন্দরবন ট্রেনটি ৩টা ১৫ মিনিটে খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবী না মানলে আগামী মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সারা দেশের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন অবরোধ করার ঘোষনা দিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও এলাকাবাসী সহ ব্যবসায়ী মহল।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সুন্দরবন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে সুন্দরবন ট্রেনটি পৌঁছালে অবরোধ করেন

দর্শনাবাসী। এরপর রেল লাইনের উপর শত শত ছাত্র-জনতা এলাকার সকল পর্যায়ের লোকজন তাদের দাবী তুলে ধরে বলেন, ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলাচলকারী যাত্রী বাহী সুন্দরবন ট্রেন দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে আপে এবং চিত্রা ডাউনে স্টোপেজ দিতে হবে এবং দর্শনা আর্ন্তজাতিক ষ্টেশন থেকে রাজশাহী গামী সকালে ১টি একটি ট্রেন ও দর্শনা গোয়াল-লন্দ লোকাল শ্যাইটেল ট্রেনটি পোড়াদহ পর্যন্ত নয়, দর্শনা আর্ন্তজাতিক ষ্টেশন পর্যন্ত দিতে হবে।

এ দাবী নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দর্শনাবাসী আন্দোলন করে আসছে। এ সকল দাবী নিয়ে আজ মঙ্গলবার সুন্দরবন ট্রেনটি অবরোধ করেন। এসময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথী মিত্র ও দর্শনা থানার অফির্সাস ইনর্চাজ শহীদ তিতুমীর আবরোধ তুলে নিতে বার বার অনুরোধ করলেও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা তাদের দাবীতে আনড় ছিলেন, যে দাবী না মানা পর্যন্ত ট্রেনটি ছাড়া হবে না। মুহুম মুহুর শ্লোগান দিতে থাকে এবং রেল পথের উপর বসে পড়ে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা তাদের দাবিতে অনড় থাকে।

সর্বশেষ সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন সৌমিক হাসানের একটি টিম এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতা অনিক, রিফাত, দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সাথে নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা ও ব্যবসায়ীদের কে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবী মানার প্রতিশ্রুতি দিলে ছাত্র-জনতা ও ব্যবসায়ীরা অবরোধ তুলে নেন।

আন্দোলন চলাকালিন বক্তব্য রাখেন, দর্শনা ডিএস মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শফিউদ্দিন, দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট দর্শনা পুরাতন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহেল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে আবিদ হাসান রিফাত, তানভীর অনিক ও তৈহিদ ইসলাম। অবরোধ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটারের সাজ্জাদ হোসেন।

দামুড়হুদায় চাঁদাবাজি মামলায় আটক-১

দামুড়হুদা উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামে চাঁদাবাজি অভিযোগে সমুয়েল মন্ডল মোংলা নামের একজনকে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করেছে স্থানীয় জনগণ।

সমুয়েল মন্ডল মোংলা (৫০) কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে। আজ সোমবার সকাল ৯ টার দিকে অভিযোগ তুলে দামুড়হিদা মডেল থানার সোপর্দ্য করে স্থানীয়রা।

অভিযোগ সূত্র থেকে জানাযায়, গত ০৫/০১/২০২৪ ইং তারিখে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে সমুয়েল মন্ডল মোংলাসহ আরো অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন মিলে বাঘাডাঙ্গা মিশন পাড়ার অনন্ত মন্ডলের ছেলে স্বপন মন্ডলকে কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুলের পিছনে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আমার নিকট ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। এক পর্যায়ে তার বাড়ির লোকজন আাসিয়া তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সে মুক্ত হয়।

পরবর্তীতে ২৩/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সকাল অনুমান সাড়ে ৭ টার দিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে স্বপন মন্ডল বসত বাড়িতে অবস্থান করাকালীন সময়ে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার সমুয়েল মন্ডল মোংলা এসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও তার এনআইডি কার্ড দিতে বলে। সে টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজসহ মারমুখী আচরন করিয়া সজোরে তার মুখে থাপ্পড় দিয়ে আহত করে।

ঐ সময় তারা উচ্চস্বরে বলিতে থাকে টাকা না দিলে তোকে এখানেই খুন করিয়া ফেলিবো বলিয়া আরো মারধর করিবার উদ্দেশ্যে পায়তারা করিতে থাকে। পরের স্থানীয়রা এসে তাকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করে। এই মর্মের স্বপন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে কক্ষে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকতা তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দর্শনা থানা বিএনপি’র সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বুলেট, উপজেলা জামায়াত ইসলামীর আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ-উদ-দৌলা টিটনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজিবির ক্যাম্প কোম্পানির কমান্ডারবৃন্দ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

সভায় বক্তারা দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সন্ধ্যার পর পড়াশোনার টেবিলে না বসে অযথা বাইরে দোকান পাশারীতে ঘুরাঘুরি, রাতে বিভিন্ন অনৈতিক চিহ্নিত স্পটে বসে আড্ডা দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জুন ক্লোজিং এর নামে পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত বিল কষে টাকা নেওয়া, উপজেলার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এন্ড কোং -এর শ্রমিক নির্বাচন না হওয়া এবং সীমান্ত এলাকায় মাদক ও স্বর্ণ চোরা চালান বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং উপরোক্ত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে করণীয় সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দর্শনায় ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

“সবুজে বাঁচুক দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ ঘোষিত ১৫ দিন ব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণচূড়া ও নিম গাছ রোপণ করা হয়।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজ চত্বরে প্রথম দিনের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোফাজ্জল হোসেন মোফা, যুগ্ম আহ্বায়ক শাফায়েত জামিল পাপ্পু, ১নং সদস্য হাসান আলী, ডিপার্টমেন্ট ছাত্রদল নেতা- আব্দুল হাই, মুশফিকুর রহমান সাইফ, অমিন হাসান, ফারুক হোসেন, শেখ রায়হান, লিখন হাসান, জুবায়েরুল হাসান নিশান, সজীব হাসান, ইয়াসিন আরাফাত, রাহুল জোয়র্দ্দার ও শেখর শাওন প্রমুখ।

এ বিষয়ে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ জানান, সবুজে বাঁচুক দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ ঘোষিত ১৫ দিন ব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কৃষ্ণচূড়া ও নিম গাছ রোপণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দর্শনার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি চলমান থাকবে।

সুপেয় পানির অভাবে ৪৬৭ জন কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ জীবন

“পানির অপর নাম জীবন” কিন্তু সেই পানিই আজ জীবনকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক কৃষিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও দর্শনা এলাকায় এর প্রভাব মারাত্মক।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে ২৫৮টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এ গ্রামে প্রায় ৪০০ জন নারী- পুরুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। গত ২৫ বছরে এ গ্রামে আর্সেনিকজনিত রোগে মারা গেছেন ১৪ জন। অন্যদিকে, দর্শনার ডিহিকৃষ্ণপুর গ্রামের গাবতলা পাড়ায় প্রায় ১৮৫ জন আক্রান্ত এবং ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ জনে।

আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক যন্ত্রণায়। কারও কারও হাত-পায়ে গুটি, বাদামি দাগ, চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া, আঙুল বেঁকে যাওয়া এবং অসাড়তা দেখা যাচ্ছে। কারও পেটের সমস্যা, খাদ্য হজমে ব্যাঘাত, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, আর্সেনিক আক্রান্তদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জন স্বাস্থ্য কার্ডধারী।

২০০২ সালে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহায়তায় বড় দুধপাতিলা গ্রামে একটি আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হলেও এখন তা অকেজো হয়ে পড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের বাস্তবায়নে বড় দুধপাতিলা ও হরিরামপুর গ্রামে ৪০ লাখ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয়ে দুটি পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ১৬৮টি পরিবার সেখানে কমমূল্যে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এগুলোর একটি পরিচালনা করছেন বড় দুধপাতিলা গ্রামের বকুল হোসেন।

তবে এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিহিকৃষ্ণপুর গাবতলা পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিদিন ৩-৪ বার অন্যের বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানকার যুবক সবুজ জানায়, তাদের

গ্রামে ১৯৯৯ সালেই প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে। এখনো অনেক টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত, কিন্তু বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে সেটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে।

জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, দামুড়হুদা উপজেলায় ১১,০২২টি শ্যালো টিউবওয়েলের মধ্যে ৮,৬২৩টি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১,৮৬৪টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক রয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় পরীক্ষা করা ৪,৭৭৩টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১,০৬৭টিতে আর্সেনিক ধরা পড়ে।

ভুক্তভোগীরা জানান, আর্সেনিকজনিত রোগের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে নতুন একটি আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন বলেন, “প্রথমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, এরপর আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”
এদিকে, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলামের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত বেড়ায় জড়িয়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি গ্রামে কেরুজ পুকুরে লিজ নেওয়া জলাশয়ে মাছ চুরি ঠেকাতে চারপাশে বেড়া দিয়ে বিদ্যুতায়িত করেছেন একই গ্রামের আব্বাস আলী।

আজ রবিবার (২২ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কেরুজের জমিতে ঘাস কাটতে যান চাঁন মিয়া (২৩)।

ঘাস কাটার একপর্যায়ে পিপাসা পেয়ে পানি খেতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত

বেড়ার সংস্পর্শে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত চাঁন মিয়া দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি মাঝের গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেরুজ পুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছেন আব্বাস আলী। মাছ চুরি ঠেকাতে তিনি পুকুরের চারপাশে বিদ্যুতায়িত বেড়া দিয়ে রেখেছেন। ফলে মাঝেমধ্যেই কুকুর, শিয়াল, বিড়ালের মৃতদেহ পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয়রা একাধিকবার আব্বাস আলীকে এই বিদ্যুতায়িত বেড়া সরিয়ে নিতে বললেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। কিছুক্ষণ আগেই সেই বেড়ায় হাত দিতেই চাঁন মিয়ার মৃত্যু হয়।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আব্বাস আলী শুধুমাত্র মাছ চাষই নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। তার বিরুদ্ধে ৪ থেকে ৫টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এলাকার সচেতন মহল অবিলম্বে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্বাস আলীকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক লিমন হোসেনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। শনিবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে তাকে অস্ত্র সহ আটক করে

সেনাবাহিনী ও পুলিশ।গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদূর রহমান

আটক লিমন হোসেন (৪০) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন (৩৬ এডি) নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল শহরের ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিমনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাবাদের এক পর্যায়ে লিমনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি নাইম এমএম পিস্তল, এক রাউন্ড এ্যামুনিশন, দেশী অস্ত্র (চাপাতি-চাইনিজ ছুরি-রামদা) সহ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ লিমনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং মামলার পর বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।